দর্শনায় বিএনপি নেতা মশিউর রহমানের নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ ও কেন্দ্রীয় বিএনপি’র উপ-কোষাধ্যক্ষ চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির কান্ডারী মাহমুদ হাসান খান বাবু’র পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা রেলবাজারের শহীদ শাহরিয়ার শুভ মুক্ত মঞ্চ থেকে এ কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান। শুরুতেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে মশিউর রহমান বলেন, বিগত স্বৈরাচার সরকারের শাসনামলে চুয়াডাঙ্গা-২ আসেন কোন উন্নয়ন হয়নি। তবে উন্নয়ন হয়েছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের দোষরদের। লুটপাট দখলদারিত্ব করে তারা নিজেদের পকেট ভারী করেছে।

মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে আখের গুছানো মানুষগুলো আজ এ শহর থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে । আমি বিশ্বাস ও আস্থার সাথে বলছি। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জনদরদি জননেতা মাহমুদ হাসান খান বাবু ভাই কে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত করলে স্বাধীনতার পরবর্তি অবহেলিত এ অঞ্চলে সামনের বাংলাদেশ গড়ে তুলে এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার উঠবে । আগামী নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলে এ দেশে সৃস্টি হবে উন্নয়নের নবদিগন্ত। তাই সবাই আসুন বিএনপির পতাকা তলে। একটি কথা মনে রাখবেন, যারা জান্নাত পকেটে ঘুরছে, সাধারণ মানুষকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে জান্নাতি বানাচ্ছে তারা প্রতারক। তাদের ফাদে পা দেবেননা। সতর্ক থাকবেন তথাকথিত ওই সকল ধর্ম ব্যবসায়ী থেকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য মাহবুব উল ইসলাম খোকন, মোঃ রেজাউল ইসলাম, বিএনপি নেতা হাজী ফজলুর রহমান, মোখলেসুর রহমান, হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, সাবেক যুবদল নেতা সেলিম মেহবুব লিটন, জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল, জিয়াউল হক শাহীন, সাবেক ছাত্রদলনেতা সেলিম মেহফুজ মিল্টন, আকাশ খান, দর্শনা থানা যুবদলের

যুগ্নআহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, মোস্তাফিজুর রহমান লিংকন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, যুগ্মআহ্বায়ক সাইদুর রহমান, আল মুকিত, সাব্বির রহমান, দর্শনা কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্মআহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, রাজু আহমেদ, সাইফ, আব্দুল হাই, আলআমিন, আরাফ খান মামুন, ফয়সাল, আরিফ হোসেন, দর্শনা ডিএস মাদরাসা ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন প্রমুখ। পরে দর্শনা রেলবাজার এলাকায় পথে প্রান্তরে ব্যবসায়ীদের নিকট বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদল বিভিন্ন ভাগে লিফলেট বিতরণ সহ বাবু খানের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা করেছে।

আলমডাঙ্গায় ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার মদিনা চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপী ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা তা’লীমুল কুরআন নূরানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০ টা থেকে এ চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মাদ্রাসা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথি হিসাবে এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসা কমিটির অন্যতম সদস্য আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রুনু খন্দকার, কমিটির সদস্য আব্দুল হামিদ, হারুন অর রশিদ,রাসেল রেজা আহমেদ লাভলু, আমিন উদ্দিন।

ক্যাম্পে হাসপাতালের ডিপ্লোমা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ নাফিজ ইকবাল। তিনি শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দেন। এ সময় ৪ জন ছানি পড়া রোগীকে বাছাই করে বিনামূল্যে অপারেশনের জন্য কুষ্টিয়া মদিনা চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার গিরিধারী লাল মোদী আর নেই , শনিবার শেষকৃত্য

আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান দেশের অন্যতম শিল্পপতি দানবীর গিরিধারী লাল মোদি আর নেই। আলমডাঙ্গা মহাশ্মশানে আগামী শনিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হতে পারে বলে পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান আলমডাঙ্গা পৌর এলাকাররথতলা নিবাসী প্রখ্যাত শিল্পপতি, সমাজসেবক ও দানবীর উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক গিরিধারী লাল মোদি (৭৮) আর নেই।

গতকাল বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গিরিধারী লাল মোদি ছিলেন আলমডাঙ্গা পাইলট হাইস্কুলেরপ্রাক্তন ছাত্র ও ব্যবসায়ী স্বর্গীয় দোয়ারকা প্রাসাদ মোদির জ্যেষ্ঠপুত্র। শিল্পপতির পাশাপাশি তিনি একজন সমাজহিতৈষী ও জনদরদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে সারাদেশে পরিচিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা কালীমন্দির নির্মাণ, শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণ মন্দির পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়নসহ বহু ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। এলাকার নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান ও আয়োজন তদারকিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতেন। অর্থ, বস্ত্রদানসহ বিভিন্ন দান-খয়রাতের মাধ্যমে তাঁর উদার মানসিকতার পরিচয় সর্বত্র মিলেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও গিরিধারী লাল মোদির অবদান অনস্বীকার্য। কন্যার বিবাহে আগত বরযাত্রীদের রাত্রিযাপনের জন্য নির্মিত অবকাঠামো পরবর্তীতে আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুলের জন্য দোতলা হলরুমে রূপান্তর করে দেন। এছাড়া আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পশুহাট জুনিয়র হাইস্কুল, চুয়াডাঙ্গা প্রদীপন প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনস স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করেন তিনি। আলমডাঙ্গা উপজেলা মহাশ্মশান দালান নির্মাণেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

তাঁর কাকা সত্য নারায়ণ মোদী ছিলেন আলমডাঙ্গার একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী, ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়া সংগঠক, যিনি আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে গিরিধারী লাল মোদি ছিলেন ১ পুত্র ও ২ কন্যার জনক।

এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও কিংবদন্তি এই ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সর্বত্র। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী সংগঠন তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে বিষধর সাপ নিয়ে ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা

বিষধর সাপ দেখে মানুষ ভয় পায়, অথচ সেই সাপ নিয়েই আবার খেলা দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন কেউ কেউ। এরকমই একটি খেলা হচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা। দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে হয়ে গেল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলা।

বৃহস্পতিবার ডুগডুগি গ্রামের মৃত আজির মণ্ডলের স্ত্রী রোকেয়া বেগমের আয়োজনে সকাল ৯টা থেকে দিনভর উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের নজু সাপুড়ের দল এবং মেহেরপুর থেকে আগত এক সাপুড়িয়ার দল খেলা দেখায়। এই দুই সাপুড়ে দলের অর্ধশতাধিক সাপের মধ্যে নিজেদের সেরা প্রমাণ করতে প্রতিটি সাপ প্রদর্শন করে আকর্ষণীয় কলাকৌশলে। আর এ দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা। মানুষকে আনন্দ দেওয়াটাই যেন সাপুড়েদের মূল উদ্দেশ্য।

দুপুরের পর থেকেই ঝাপান খেলা দেখতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে ভিড় জমায় শত শত মানুষ। বাদ্যের তালে

তালে সাপুড়ে নিজে নাচেন, আর সঙ্গে ফণা তুলে সাপও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে। সাপুড়ের ইশারায় সাপের এই অঙ্গভঙ্গি মানুষকে দেয় অনাবিল আনন্দ। তাই এই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা।

হাউলী থেকে আসা শাপলা খাতুন নামের এক গৃহবধূ বলেন, আমি জীবনের প্রথম ঝাপান খেলা এখানে এসে দেখছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি চাই এ ধরনের আয়োজন যেন প্রতি বছর করা হয়। সালেহা বেগম নামের অপর এক গৃহবধূ বলেন, আমি শহরে থাকি। ঝাপান খেলার কথা শুনে আমার বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি। আমিও দেখছি, আমার বাচ্চারাও দারুণ উপভোগ করছে। সাপ সম্পর্কে ওদের ধারণা হচ্ছে।

হাউলী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, গ্রামবাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের জন্য টিকিয়ে রাখতে পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী দর্শকরা তা উপভোগ করেছে নীরবতায়। ঝাপান খেলা বা সাপ খেলা একটি গ্রামীণ ঐতিহ্যের অংশ, যা একসময় গ্রামবাংলায় বিভিন্ন দিবস বা ঘরোয়া আয়োজনে দেখানো হতো। কিন্তু প্রযুক্তি আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় দিন দিন এসব খেলা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন এমন আয়োজন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রাম থেকে আসা নজরুল ইসলাম ওরফে নজু সাপুড়ে বলেন, মূলত আমাদের পেশা এটা নয়। আমরা মানুষকে আনন্দ দিই, আর খেলা করে নিজেরাও আনন্দ পাই। এ জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঝাপান খেলা করি।

জয়রামপুর গ্রামের নুর নবী বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে বয়োবৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, শিশুরা উপস্থিত থেকে নিবিড় দৃষ্টিতে সাপের খেলা উপভোগ করেন। এই খেলাকে ঘিরে এখানে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য যে এত মনোমুগ্ধকর, ঝাপান খেলা না দেখলে বোঝা যাবে না।

আয়োজকের ছেলে হামিদুল ইসলাম বলেন, চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে এবং এলাকার মানুষকে আনন্দ দিতেই এ আয়োজন।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলাটির আয়োজন করেন হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামের মৃত আজির মণ্ডলের স্ত্রী রোকেয়া বেগম।

আলমডাঙ্গায় অবৈধ খুচরা সার ব্যাবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় চুরি করে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে উচ্চ মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগে খুচরা সার ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়। এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু।

জানা গেছে, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের বড় গাংনী বাজারে রোমান স্টোরের স্বত্বাধিকারী এস আর রহমান খুচরা সার ও সিমেন্ট ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তিনি দীর্ঘদিন স্থানীয় কৃষকের মাঝে সরকারি সার ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতেন। কিন্তু তিনি ওই ইউনিয়নে সার বিক্রি না করে পার্শ্ববর্তী একই ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামে একটি খুচরা বিক্রেতার নিকট সরকারি ১০৫০ টাকার চেয়ে ১৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। গতকাল বুধবার দুপুর বিকেল ৪ টার দিকে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আঞ্চলিক যান নসিমনে ৪০ বস্তা ডিএপি সার নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের কাছে ধরা পড়েন।

সার নিয়ে যাওয়া নসিমন চালক সুজন আলী বলেন, ‘গাংনী বাজারে এস আর রহমানের একটি গুদাম থেকে ৪০ বস্তা ডিএপি নিয়ে নান্দবার বাজারের নিয়ে যাচ্ছিলেন।’

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত কৃষি অফিসার মো: মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ডিলার তার পাশের ইউনিয়নেও সার বিক্রি করতে পারবে না। খুচরা বিক্রেতা সার বিক্রির প্রশ্নই আসে না। খবর পেয়ে সারের ডিলার এস আর রহমানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং বিক্রি হওয়া সার জব্দ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারি দামে সারগুলো বিক্রি করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু বলেন, ‘সার ব্যবস্থাপনা ২০০৬ এর আইনে ৮ ধারা দোকান মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে কখনও সার বিক্রি করবেন না মর্মে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।’

দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিএনপি সরকার দরকার

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, শামসুজ্জামান দুদু। বিএনপি এখনো কাউকে নমিনেশন দেয়নি। তবে ধানের শীষের পক্ষে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, “বিএনপি সরকার গঠন করলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।”

গতকাল বুধবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর, আসমানখালী, হারদি ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে আয়োজিত পৃথক এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং গ্রামীণ জনতার ব্যাপক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় শামসুজ্জামান দুদু বলেন, “চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গা অঞ্চলে এখনো অনেক সমস্যা বিরাজ করছে। আমি বিগত দুইবার এ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। জনগণের উন্নয়নে কাজ করেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে শুধু দুর্নীতি আর লুটপাট করেছে।”

তিনি অভিযোগ করেন, “আওয়ামী লীগ সরকার দেশের প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সেই টাকা ফেরত আনা এবং দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে হলে বিএনপি’র সরকার গঠন করা ছাড়া বিকল্প নেই।”

আওয়ামী লীগকে তীব্র সমালোচনা করে বিএনপি’র এই নেতা আরও বলেন, “আওয়ামী লীগ কত বড় চোরের দল, তা শেখ হাসিনা গত ১৬-১৭ বছর ক্ষমতায় থেকে প্রমাণ করেছে। দেশের মানুষ আজ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। তাই মানুষের মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।”

সমাবেশের শেষে শামসুজ্জামান দুদু নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আগামী নির্বাচনে জনগণের

ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ যদি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে, তবে ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এ্যাড: ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, শহিদুল ইসলাম রতন, এ্যাড: শামিম রেজা ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, বুরহান উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান প্রমুখ।

দর্শনা হঠাৎ পাড়া থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়কটির সংস্কার কাজ শুরু

দর্শনা হঠাৎ পাড়া থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়কটি খানা খন্দে পরিণত মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে যানবহন চলাচল করছে। এ সংবাদটি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় দু-দফায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে সড়কটির সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে।

গত এক সপ্তাহ ধরে এ সড়কে কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ। ফলে যানবহন চলাচলে সাধারণের দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব হবে বলে মনে করছেন এলাকবাসী।

দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক

চলাচলের অনুপযোগী ও ঝুকিপূর্ণ

দর্শনা ডুগডুগি পশু হাট থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলখানা পর্যন্ত মহা- সড়কটি গত দেড় বছরে ১২ বার সংস্কার করা হলেও চলাচলে অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। গত দেড় বছর আগে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়।

এরপর থেকে প্রায় ১৩ কিলো সড়কটির প্রথমে ৮৭টি স্থানে ফুলে উঠে বড় বড় ডিব্বি হয়ে যায়। ঐ স্থানে খুঁড়ে নতুন করে পিচ খোয়া দিয়ে মেরামত করা হয়। এরপর থেকে একের পর এক ২০০ থেকে ৩০০টি স্থানে খুড়ে মেরামত করা হয়।

বর্তমানে এক কিলোর সড়কের মধ্যে ১০০-১৫০টি স্থানে বড় বড় ডিব্বি ও খানা খন্দে পরিনত হয়েছে। গতকাল জয়রামপুর মজা পুকুরের নিকট মহা সড়কটি আবার খুড়ে খুড়ে মেরামত করছে। এ নিয়ে ১৩ কিলো মিটার এ সড়কটি ১২ বার মেরামত করা হচ্ছে। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের শেষ সময়ের দিকে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সড়কটি মরণ-ফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত এ সড়কে দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে চলচলকারী জন-সাধারণ।

আলমডাঙ্গায় পূজা উপলক্ষে আনসার ভিডিপি বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পিসি/এপিসি আনসার ভিডিপি সদস্য বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মাঠে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় আনসার ভিডিপি সদস্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আনসার ও ভিডিপি জেলা অ্যাডজুট্যান্ট আবুল হাসনাত মোঃ লতিফুল আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক মাজিদুল হক, প্রশিক্ষিকা রওশন আরা খাতুন এবং উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কোম্পানি কমান্ডার মুক্তার হোসেন।

জেলা অ্যাডজুট্যান্ট জানান, “আমরা প্রাথমিকভাবে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছি। যাচাই শেষে যারা নিয়মের মধ্যে পড়বেন তাদের তালিকা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে।” তিনি আরও বলেন, “আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য বাছাইকৃত সদস্যদের সুস্থ ও সুঠামদেহী হতে হবে এবং আনসার ভিডিপির সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি তারা অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। মণ্ডপে যাতে শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, এজন্য নির্বাচিত সদস্যরা সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।”

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের হাড়গাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য উপকরণ প্রদান

ভিএসও বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় যুব ফোরাম কর্তৃক আলমডাঙ্গার হাড়গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রিড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন এর নেতৃত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম খুলনা বিভাগের উপদেষ্টা মোঃ আজিজুর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হাড়গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন,

যুব ফোরাম এর সদস্যবৃন্দ ও অনান্য শিক্ষক মন্ডলি ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।

যুব ফোরাম এর সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন বলেন, ভিএসও বাংলাদেশ যুব ফোরাম এর মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলাতে একটা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল করার লক্ষে বিভিন্ন উপকরণ দিচ্ছে ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু হবে আশা করি। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে উপস্থাপনা করেন, যুব ফোরাম চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ ঈশান বাবু।